আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান চালায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ©আমার দেশ

নিরাপত্তার স্বার্থে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

স্টাফ রিপোর্টার

ছাত্রদল নেতা সাম্যের হত্যার ঘটনার পর নিরাপত্তা নিশ্চিতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গড়ে ওঠা অবৈধ ভ্রাম্যমাণ কয়েকশ দোকানপাটসহ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটক এলাকা দিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

ঢাবি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ছিলেন শাহরিয়ার। গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে উদ্যানের মুক্তমঞ্চের পাশে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি স্যার এএফ রহমান হল শাখা ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন। তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযান শুরুর সময় ঢাবির পক্ষে এস্টেট ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) ফাতেমা বিনতে মুস্তাফা উপস্থিত ছিলেন।

উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নেতৃত্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ থানার পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

এটি একটি জাতীয় উদ্যান। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এখানে ঘুরতে আসে। সবাই যাতে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এ অভিযান। এখানে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে দিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট ম্যানেজার ফাতেমা বিনতে মুস্তাফা সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন অংশীজনের সহায়তায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমরা উদ্যানের সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। এক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা দরকার আশা করছি সবাই তা করবেন।

সাম্য হত্যার পর গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সভা হয়। তাতে রাত ৮টার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধসহ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্তগুলো হলো—১. টিএসসিসংলগ্ন উদ্যানের ফটকটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। ২. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, মাদক ব্যবসা বন্ধ ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, ডিএমপি (ঢাকা মহানগর পুলিশ) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালিত হবে। ৩. নিয়মিত নজরদারি ও অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ৪. উদ্যানে পর্যাপ্ত আলো ও ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা (সিসিটিভি) স্থাপন এবং সেগুলোর নিয়মিত মনিটরিং (পর্যবেক্ষণ) করা। ৫. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি ডেডিকেটেড (নিবেদিত) পুলিশ বক্স স্থাপন। ৬. উদ্যানে রমনা পার্কের মতো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা চালু এবং ৭. রাত ৮টার পর উদ্যানে জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা।

ইত্তেফাক

গতকাল রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন —সামসুল হায়দার বাদশা

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, বন্ধ হচ্ছে টিএসসি সংলগ্ন গেইট

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাটসহ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। গতকাল, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটক এলাকা দিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। সরেজমিন দেখা যায়, উদ্যানে থাকা অবৈধ ভ্রাম্যমাণ দোকানপাট ও স্থাপনা চারটি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য উচ্ছেদ অভিযানে সহযোগিতা করছেন। পাশাপাশি উন্মুক্ত লাইব্রেরিসংলগ্ন যে ঘরটি ছিল সেটাও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেড়শ এর বেশি দোকানপাট এবং কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি ঘরসহ অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছে অভিযানকারী দল। জানা গেছে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযান শুরুর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এস্টেট ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) ফাতেমা বিনতে মুস্তাফা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রদল নেতা সাম্যের হত্যার ঘটনার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের টিএসসি-সংলগ্ন গেটে স্থায়ী দেওয়াল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল সকাল থেকেই নির্মাণকাজ শুরু হয়। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং বহিরাগতদের অবাধ আগমন ঠেকাতে টিএসসি-সংলগ্ন এই গেটে সম্পূর্ণ প্রাচীর তুলে বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

16 May 2025

কালবেলা

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাটসহ স্থাপনা বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ›› কালবেলা

অবৈধ দোকান-স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ডিএসসিসি

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

কালবেলা প্রতিবেদক ››

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত করার দাবির মুখে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাটসহ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। গতকাল সকালে ঢাবির টিএসসি-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটক এলাকা দিয়ে এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

সরেজমিন দেখা যায়, উদ্যানে থাকা অবৈধ ভ্রাম্যমাণ দোকানপাট ও স্থাপনা চারটি বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য উচ্ছেদ অভিযানে সহযোগিতা করছেন। পাশাপাশি উন্মুক্ত লাইব্রেরি-সংলগ্ন যে ঘরটি ছিল, সেটাও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ দোকানি বলেন, উদ্যানে অপরাধ করেছে বাইরের লোকজন; কিন্তু আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের তো কোনো অপরাধ নেই। এই দোকান দিয়েই আমাদের সংসার চলে।

ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আমিনুল ইসলাম উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নেতৃত্বে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ থানার পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। এটি একটি জাতীয় উদ্যান। নারী-পুরুষনির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। সবাই যাতে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এ অভিযান। এখানে যেসব অবৈধ স্থাপনা আছে, আমরা উচ্ছেদ করে দিয়েছি।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট ম্যানেজার ফাতেমা বিনতে মুস্তাফা বলেন, আমরা উদ্যানের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। এক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা দরকার হবে।

গত মঙ্গলবার রাতে ঢাবি ছাত্রদল নেতা সাম্য (২৫) ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের এফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। এ ঘটনার পর সমালোচনার মুখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশন বুধবার বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেয়।

সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে—টিএসসি-সংলগ্ন উদ্যানের ফটকটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, মাদক কারবার বন্ধ ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, ডিএমপি (ঢাকা মহানগর পুলিশ) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান; নিয়মিত নজরদারি ও অভিযানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। উদ্যানে পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং সেগুলোর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। শুধুমাত্র সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জন্য পুলিশ বক্স স্থাপনসহ রমনা পার্কের মতো সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও চালু করা হবে। রাত ৮টার পর উদ্যানে জনসাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর।

এসব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ফেসবুকে লিখেছেন, অবিলম্বে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

যুগান্তর

সাম্য হত্যার বিচার দাবি

ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন বিভিন্ন ভবনে তালা

ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন বন্ধ

ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন বিভিন্ন ভবনে তালা